অধিয়া অজ্ঞানেন। যত্তু পূর্ব্বং শ্রীনারদাদৌ মুন্যন্তরসাধারণদৃষ্টি নিন্দিতা তদিহাস্নিগ্ধে জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধে চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥ ২৩ ॥ শ্রীদেবহুতিঃ

তদেবং মহাভাগবতপ্রসঙ্গফলমুক্তম্। তৎপরিচর্য্যাফলমাহ—যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ ২৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গসিদ্ধা গোপী প্রভৃতি আমাতে যে ভাব লাভ করিয়াছিল, সেই ভাবটি যোগ, সাংখ্য (আত্ম-অনাত্ম-বিবেক) দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রভৃতি রাশি রাশি সাধন দ্বারা বহু যত্নেও লাভ করা যায় না। এ স্থানেও পূর্ব্বে উল্লিখিত "ন রোধয়তি মাং যোগো"—ইত্যাদি শ্লোকে যেমন যোগাদির ভগবৎপরত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎপরই বুঝিতে হইবে। যেহেতু "যত্নবান্ অপি" অর্থাৎ আমাতে ভাবপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ হইয়াও—এইরূপ উল্লেখ থাকায় শ্রীভগবানে ভাবপ্রাপ্তির জন্যই যে সেইসকল সাধন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। সাধুসঙ্গপ্রভাব যাঁহারা শ্রীভগবানে ভাব লাভ করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যেও শ্রীগোপীগণই যে শ্রীকৃষ্ণভাবের পরাবধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দেখাবার জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত "অথৈতৎ পরমং গুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে পরমগুহ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য "রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে" ইত্যাদি প্রকরণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে মহাভাবের অদর্শনে ক্ষণকাল কল্প বলিয়া বোধ হয় এবং দর্শনে এক কল্প কালকে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া মনে হয়, সেইটি রূঢ় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। ৮০০০ হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন, সেই ব্রাহ্মার একদিনের নাম কল্প ২।৩৮—২।৪২। এই সৎসঙ্গ এতই শক্তিধর যে—"যে জন সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধান না থাকিলেও পরমার্থ ফল দান করিয়া থাকেই। কারণ বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই অভিপ্রায়ে মা দেবহুতি ৩।২৩ অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছেন। "শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ সংসারের হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গ যদি সাধুজনের করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব আসক্তি পাশ ছেদনের হেতু হইয়া থাকে। এই স্থানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, শ্রীনারদ প্রভৃতি ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষগণের প্রতি সাধারণ মুনিগণের মত বুদ্ধি থাকিলে সেই অপরাধে ভগবদুন্মুখতা জন্মে না; তাহা হইলে "ইনি মহাপুরুষ"—এইরূপ বুদ্ধিশূন্য হইয়া সাধুসঙ্গ করিলে কেমন করিয়া ভগবদুন্মুখতা ঘটিতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান কণিকালবে উদ্ধত প্রকৃতি এবং রুক্ষস্বভাব বহির্ম্মুখ